স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

‘এমন এক বিশ্ব-ব্যবস্থা গঠনে বাঙ্গালী জাতি উৎসর্গকৃত, যে ব্যবস্থায় মানুষের শান্তি ও ন্যায়বিচার লাভের আকাঙ্খা প্রতিফলিত হবে। অনাহার, দারিদ্র, বেকারত্ব ও বুভুক্ষার তাড়নায় জর্জরিত বিভীষিকাময় জগতের দিকে আমরা এগুবো না। বিশ্বের সকল সম্পদ ও কারিগরি জ্ঞানের সুষ্ঠু বণ্টনের দ্বারা এমন কল্যাণের দ্বার খুলে দেওয়া যাবে যেখানে প্রত্যেক মানুষ সুখী ও সম্মানজনক জীবনের ন্যূনতম নিশ্চয়তা লাভ করবে।’

জাতির পিতা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে প্রদত্ত ভাষণ, ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪

“এসডিজি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এজন্য বাংলাদেশ সমাজের সবাইকে নিয়েই উন্নয়ন নীতি গ্রহণ করেছে। এসডিজি বাস্তবায়ন বাংলাদেশের ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে রূপান্তরের রূপকল্পের সম্পূরক হিসেবেই কাজ করবে।”

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
শেখ হাসিনা

জাতিসংঘ সাধারণ সভা, ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৭

টেকসই উন্নয়ন
জনগণ
সকল ধরনের ও মাত্রার ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের সম্পূর্ণ অবসান এবং মর্যাদা ও সমতা নিশ্চিত করা
সমৃদ্ধি
প্রকৃতির সঙ্গে সংগতি রেখে সমৃদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ জীবনের নিশ্চয়তা প্রদান
শান্তি
শান্তিপূর্ণ, ন্যায়পরায়ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজব্যবস্থার বিকাশ
অংশীদারিত্ব
বলিষ্ঠ বৈশ্বিক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের বাস্তবায়ন
ধরিত্রী
ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ ও জলবায়ুর সুরক্ষা প্রদান

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)

মানবিক পৃথিবী
মানবিক দেশের স্বপ্ন

পৃথিবীতে ৭০০ কোটি মানুষ।

সব মানুষেরই অধিকার আছে ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, মানবিক জীবন যাপনের।

সুস্থ-দীর্ঘজীবন এবং মানসম্পন্ন শিক্ষা অর্জনের।

হাজার হাজার বছরের ইতিহাসে পৃথিবী ক্রমশ মানবিক পৃথিবীতে পরিণত হওয়ার চেষ্টা করছে।

পৃথিবীকে মানবিক পৃথিবীতে পরিণত করার চ্যালেঞ্জ অনেক।

একদিকে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, খাদ্যের অপচয় রোধ, সুষম বাজারজাতকরণ ও বণ্টনব্যবস্থা গড়ে তোলা, অন্যদিকে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সুষম অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান-প্রবৃদ্ধি সৃষ্টির উপযোগী পরিকল্পিত নগর গড়ে তোলা।

আবার, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম টেকসই অবকাঠামো নির্মাণ,

আন্তঃরাষ্ট্রীয় সহযোগিতা ও প্রয়োজনীয় অর্থের জোগান।

এ হলো বর্তমানের চ্যালেঞ্জ। ভবিষ্যতের মানবিক পৃথিবী গড়ার চ্যালেঞ্জও আছে।

পৃথিবীর এ প্রজন্ম চলে যাবে, নতুন প্রজন্ম আসবে।

মানুষের ভোগস্পৃহা বর্তমান পৃথিবীর সীমিত সম্পদে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করছে।

তাই, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও সম্পদ সংরক্ষণ করতে হবে।

সব মিলিয়ে এসডিজি হলো বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ পৃথিবীর সব মানুষের কল্যাণে সমন্বিত-সুচিন্তিত সময়নিষ্ঠ কর্মপরিকল্পনা। এ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিশ্বের সকল রাষ্ট্র অঙ্গীকারবদ্ধ। এর আগে ২০০০-২০১৫ মেয়াদে বিশ্বব্যাপী মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (এমডিজি) বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এমডিজি'র তুলনায় এসডিজি আরও ব্যাপক। এসডিজি'র বৈশিষ্ট্য হলো রূপান্তরমুখী, অংশীদারিত্বমূলক, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সর্বজনীন। ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে বিশ্বের সকল জনগণকে উন্নয়নের ধারায় অন্তর্ভুক্ত করতে এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রাগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এসডিজি বাস্তবায়নে সংকল্পবদ্ধ বিশ্বনেতাদের অন্যতম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশের সকল সংস্থা ২০১৫-২০৩০ মেয়াদে এসডিজি বাস্তবায়নে কাজ করছে।

আমরা বিশ্বাস করি, এসডিজি'র মূল চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশ ক্রমান্বয়ে এমন একটি দেশে পরিণত হবে, যেখানে উন্নয়ন সুবিধা বণ্টনের ক্ষেত্রে 'কাউকে পশ্চাতে রাখা হবে না'।

টেকসই উন্নয়ন অভিযাত্রায় এলজিইডি

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) দেশের বৃহত্তম সরকারি উন্নয়ন সংস্থা।

এলজিইডি দেশের পল্লি, নগর এবং ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়নে কাজ করে।

এলজিইডি'র অন্যতম প্রধান কাজ হলো পল্লি সড়ক উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা।

পল্লি সড়ক পল্লি জনগোষ্ঠীর ভিত্তি অবকাঠামো, যাকে কেন্দ্র করে পল্লি অর্থনীতির সঞ্চালন এবং পল্লি জনজীবনের অনেক সুযোগ-সুবিধা ধারাবাহিকভাবে বিকশিত হয়। একজন উপকারভোগীর ভাষায় 'পল্লি সড়ক' হলো মা মুরগির মতো। মা মুরগিকে খাঁচায় নিলে সকল মুরগিছানাকে যেমন সহজে খাঁচায় নেওয়া যায়; তেমনি টেকসই পল্লি সড়ক থাকলে অন্য সকল আর্থসামাজিক সুবিধা, যেমন– শিক্ষা-স্বাস্থ্যে প্রবেশগম্যতা, কর্মসংস্থান, দারিদ্র্যমুক্তি, নারী উন্নয়ন, ব্যবসা উদ্যোগ ইত্যাদি সহজ হয়ে যায়।

এ কারণে ১৪-১৬ মার্চ ২০১৭-তে লাওসে অনুষ্ঠিত Inter-governmental Tenth Regional Environmentally Sustainable Transport (EST) Forum in Asia-এর ভিয়েনতিয়েন ঘোষণায় পল্লি সড়ককে এসডিজি অর্জনের অন্যতম মূল প্রভাবক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। একই সঙ্গে, পল্লি সড়কে বিনিয়োগ এবং গবেষণার ওপর গুরুত্ব দেওয়ার জন্য সকল দেশকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। এ ঘোষণায় পল্লি সড়ক উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনাকে এসডিজি ১, ২, ৩, ৫, ৯-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

পল্লি অবকাঠামোর পাশাপাশি এলজিইডি'র আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর হলো নগর উন্নয়ন। মানবসভ্যতার ইতিহাসে শহর কিংবা নগরের ধারণা প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার বছরের পুরোনো। মানুষ নগর গড়ে সর্বাধিক সমন্বিত সুবিধা যৌথভাবে উপভোগের জন্য। শিক্ষা, বিনোদন, পানি, বিদ্যুৎসহ কিছুটা উন্নত জীবনযাপনের জন্য। বাংলাদেশের জিডিপি'র (গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট) শতকরা ৬০ ভাগেরও বেশি নগরকেন্দ্রিক। উন্নত দেশগুলোতে এই হার আরও বেশি। দেশের অর্থনৈতিক উত্তরণ এবং দারিদ্র্য বিমোচন ত্বরান্বিত করতে বিশ্বের সকল দেশ এখন জিডিপি বাড়ানোর চেষ্টা করে। জিডিপি বাড়াতে হলে নগর ও নাগরিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন প্রয়োজন। নয়তো, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি-উত্তরণ টেকসই হয় না।

ভালো ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমের অভাবে যানজট বাড়লে নাগরিক কীভাবে উৎপাদন করবে? রোগে-শোকে জনগণ স্বাস্থ্যহীন হয়ে গেলে উৎপাদন কীভাবে হবে?

শিশুদের দুরন্ত শৈশব না থাকলে সাহসী জাতি কীভাবে তৈরি হবে? বিনোদনের অভাবে মানসিক স্বাস্থ্য নষ্ট হলে জিডিপি বাড়লেও সুখী হওয়া যাবে না।

এসব কারণেই, নগর উন্নয়ন একটি বহুমুখী চ্যালেঞ্জ। একটি পরিকল্পিত নগর আর্থসামাজিক অগ্রগতির সঙ্গে বর্তমানকে গতিশীল রাখে এবং সুন্দর ভবিষ্যতের পথ তৈরি করে। পরিকল্পিত নগরে একদিকে নাগরিকদের কর্মসংস্থান হয়, অন্যদিকে আবাসন-স্বাস্থ্য-যোগাযোগব্যবস্থা ও বিনোদনের অবকাঠামো তৈরি করা হয়। পরিকল্পিত নগর গড়ে তোলা একটি সমন্বিত কর্মকৌশল (স্ট্র্যাটেজি)। এসডিজি ১১-তে নগরকেন্দ্রিক সকল উন্নয়ন ও পরিকল্পনার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

খাদ্য ও কৃষির গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হলো সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা। ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়নে এলজিইডি এ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ৬ লক্ষ হেক্টর ভূমির পানি সম্পদ উন্নয়ন করেছে। এ জমিগুলো পূর্বে বন্যায়, জলাবদ্ধতায় কিংবা সেচের অভাবে অনাবাদি ছিল। সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের সকল সংস্থা এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের পাশাপাশি এলজিইডি'র পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ফলে এখন খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে। বাড়তি পাওনা হিসেবে মৎস্য উৎপাদনও বেড়েছে। কৃষিশ্রমিকের কর্মসংস্থান বেড়েছে– কৃষকের আয় বেড়েছে। সরকারের এসকল উদ্যোগ দেশকে দারিদ্র্য হ্রাসসহ খাদ্যনিরাপত্তা অর্জনের পথে সহযোগিতা করেছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার বাংলাদেশের কৃষিতে বর্তমান এবং ভবিষ্যতের অনেক চ্যালেঞ্জ। উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা বৃদ্ধি, অতিবৃষ্টি-বন্যা, দীর্ঘস্থায়ী খরা, নিরাপদ সেচের পানি প্রাপ্তি এবং সেচের পানির ন্যায্য ব্যবহার।

এসডিজি অভীষ্ট ২ এবং ৬-এ খাদ্য উৎপাদন, টেকসই কৃষি ও টেকসই পানি ব্যবস্থাপনার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

এলজিইডি তিনটি প্রধান কার্যক্রম পল্লি, নগর এবং ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে এসডিজি'র মোট ১৭টি অভীষ্ট মধ্যে ১০টি অভীষ্ট নিয়ে কাজ করছে। অভীষ্টে অন্তর্গত ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে এলজিইডি ২২টি লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে সম্পৃক্ত।

এ প্রকাশনায় এসডিজি বাস্তবায়নে এলজিইডি'র সম্পৃক্ততা এবং উদ্যোগসমূহ সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তা ছাড়াও সম্পৃক্ততা বিবেচনা করে ক্ষেত্র বিশেষে লক্ষ্যমাত্রার আংশিক বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

এলজিইডি তিনটি প্রধান কার্যক্রম পল্লি, নগর এবং ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে এসডিজি'র ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে ১০টি অভীষ্ট নিয়ে কাজ করছে। অভীষ্টের অন্তর্গত ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ২২টি লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে এলজিইডি সম্পৃক্ত

দারিদ্র্য
বিলোপ

সর্বত্র সব ধরনের
দারিদ্র্যের অবসান

এসডিজি অভীষ্ট-১

লক্ষ্যমাত্রা
১.১

লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকারের অন্যতম দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা হিসেবে

এলজিইডি'র কার্যক্রম

দারিদ্র্যমুক্তি হলো মানুষ হিসেবে ন্যূনতম জীবনযাত্রার মান নির্বাহ করে চলার সক্ষমতা। দারিদ্র্যমুক্তি পৃথিবীর সকল কল্যাণ রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাংলাদেশে দারিদ্র্যমুক্তির চ্যালেঞ্জ অনেক, সম্পদের সীমাবদ্ধতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলা। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে ২০০০-২০১৫ সালে এমডিজি অর্জনকালে বাংলাদেশ দারিদ্র্যমুক্তিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। দেশে এখন দারিদ্র্যের হার শতকরা ২৪.৭ ভাগ। এসডিজি অর্জনের জন্য সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি অনেক বিস্তৃত। এর মধ্যে এলজিইডি নিম্নবর্ণিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনে সরকারের অন্যতম দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা।

পল্লি সড়ক শুধুই সড়ক নয়; জীবন-জীবিকা, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং দারিদ্র্যমুক্তির প্রধান অবলম্বন।

২০৩০ সালের মধ্যে, সর্বত্র সকল মানুষের জন্য, বর্তমানে দৈনন্দিন মাথাপিছু আয় ১.২৫ ডলারের কম-এ সংজ্ঞানুযায়ী পরিমাপকৃত চরম দারিদ্র্যের সম্পূর্ণ অবসান

এলজিইডি'র সকল কর্মসূচিতে ন্যূনতম শ্রমিক মজুরি ১৫০ টাকা (প্রায় ১.৯ ডলার) নির্ধারণ করা হয়েছে।

লক্ষ্যমাত্রা ১.৩

ন্যূনতম সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধার নিশ্চয়তাসহ সকলের জন্য জাতীয়ভাবে উপযুক্ত সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা ও সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপের বাস্তবায়ন এবং ২০৩০ সালের মধ্যে দারিদ্র্য ও অরক্ষিত (সংকটাপন্ন) জনগোষ্ঠির একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে এ ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসা

দেশের সকল ইউনিয়নে দুস্থ-হতদরিদ্র নারীদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি চলমান রয়েছে।

লক্ষ্যমাত্রা ১.৪

২০৩০ সালের মধ্যে সকল নারী ও পুরুষ, বিশেষ করে দরিদ্র ও অরক্ষিত (সংকটাপন্ন) জনগোষ্ঠির অনুকূলে অর্থনৈতিক সম্পদ ও মৌলিক সেবা সুবিধা, জমি ও অপরাপর সম্পত্তির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ, উত্তরাধিকার, প্রাকৃতিক সম্পদ, লাগসই নতুন প্রযুক্তি এবং ক্ষুদ্র ঋণসহ আর্থিক সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করা

হাওর অঞ্চলের জলমহাল ব্যবস্থাপনায় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে স্থানীয় মৎস্যজীবীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

লক্ষ্যমাত্রা ১.৫

২০৩০ সালের মধ্যে, দরিদ্র ও অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর অভিঘাতসহনশীলতা বিনির্মাণ এবং জলবায়ু সম্পৃক্ত চরম ঘটনাবলি ও অন্যান্য অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত অভিঘাত ও দুর্যোগে তাদের আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হবার ঝুঁকি কমিয়ে আনা

সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ উপকূলীয় দরিদ্র ও নাজুক জনগোষ্ঠীর জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবিলায় সহনশীলতা বৃদ্ধি করেছে।

ক্ষুধা মুক্তি

ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার

এসডিজি অভীষ্ট-২

লক্ষ্যমাত্রা ২.৩

লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকারের অন্যতম দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা হিসেবে

এলজিইডি'র কার্যক্রম

দারিদ্র্যমুক্তির পূর্বশর্ত হলো ক্ষুধামুক্তি। বাংলাদেশ ২০১৩ সালে খাদ্যনিরাপত্তা অর্জন করেছে। দেশের খাদ্যনিরাপত্তা অর্জনে সরকারের অন্যান্য সংস্থা, যেমন– কৃষি মন্ত্রণালয়ের সকল সংস্থা ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পাশাপাশি এলজিইডি'রও অবদান রয়েছে। ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়নে এলজিইডি এ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ৬ লক্ষ হেক্টর ভূমির পানি সম্পদ উন্নয়ন করেছে। এ জমিগুলো পূর্বে বন্যায়, জলাবদ্ধতায় কিংবা সেচের অভাবে অনাবাদি ছিল। এলজিইডি'র পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ফলে এখন খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে। বাড়তি পাওনা হিসেবে মৎস্য উৎপাদনও বেড়েছে। কৃষি শ্রমিকের কর্মসংস্থান ও কৃষকের আয় বেড়েছে। সরকারের এ সকল উদ্যোগ দেশকে দারিদ্র্য হ্রাসসহ খাদ্যনিরাপত্তা অর্জনের পথে সহযোগিতা করেছে।

এখনও পুষ্টি উন্নয়নসহ প্রান্তিক কৃষকের আয় বৃদ্ধি, টেকসই খাদ্য উৎপাদন, জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনসহ বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ২.৩ '২০৩০ সালের মধ্যে ক্ষুদ্র পরিসরে খাদ্য উৎপাদনকারী, বিশেষ করে নারী, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, পারিবারিক কৃষক, পশুপাখি পালনকারী ও মৎসচাষীদের আয় ও কৃষিজ উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ করা এবং এই লক্ষ্যে ভূমি, অন্যান্য উৎপাদনশীল সম্পদ ও উপকরণ, জ্ঞান, আর্থিক সেবা, বিপণন, মূল্য সংযোজনের সুযোগ ও কৃষি-বহির্ভূত কর্মসংস্থানে তাদের নিরাপদ (সুরক্ষিত) ও সমান সুযোগ নিশ্চিত করা সহ অন্যান্য উদ্যোগ গ্রহণ'– এ চ্যালেঞ্জসমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে।

পানি সম্পদ উন্নয়নে নিজস্ব কার্যক্রমের পাশাপাশি এলজিইডি ১,১২৮টি পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি পরিচালনায় সহযোগিতা করছে। এলজিইডি এসব সমিতির মাধ্যমে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহায়তায় টেকসই খাদ্য উৎপাদন ও টেকসই কৃষি ব্যবস্থাপনার পরিবর্তন ও অভিযোজনে কাজ করছে।

২০৩০ সালের মধ্যে ক্ষুদ্র পরিসরে খাদ্য উৎপাদনকারী, বিশেষ করে নারী, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, পারিবারিক কৃষক, পশুপাখি পালনকারী ও মৎসচাষীদের আয় ও কৃষিজ উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ করা এবং এই লক্ষ্যে ভূমি, অন্যান্য উৎপাদনশীল সম্পদ ও উপকরণ, জ্ঞান, আর্থিক সেবা, বিপণন, মূল্য সংযোজনের সুযোগ ও কৃষি-বহির্ভূত কর্মসংস্থানে তাদের নিরাপদ (সুরক্ষিত) ও সমান সুযোগ নিশ্চিত করা করা সহ অন্যান্য উদ্যোগ গ্রহণ

এলজিইডি সারা দেশে প্রায় সাড়ে ৬ লক্ষ হেক্টর জমির পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন করেছে। এ জমিগুলো পূর্বে বন্যা, জলাবদ্ধতায় কিংবা সেচের অভাবে অনাবাদি ছিল। দেশের খাদ্যনিরাপত্তায় এ কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে।

সেচ ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি সেচ খাল/নদী খনন করে মাছ চাষ করা হচ্ছে। এতে প্রকল্পভুক্ত প্রান্তিক চাষিদের আয় বেড়েছে।

লক্ষ্যমাত্রা ২.৪

২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং অভিঘাতসহনশীল এমন একটি কৃষিরীতি বাস্তবায়ন করা যা উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদন বৃদ্ধি করে, বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণে সহায়ক, জলবায়ু পরিবর্তন, চরম আবহাওয়া, খরা, বন্যা ও অন্যান্য দুর্যোগে অভিযোজনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং যা ভূমি ও মৃত্তিকার গুণগত মানের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি সাধন করে

খাল/নদী পুনঃখনন জলবায়ু পরিবর্তন অভিঘাত বন্যা ও খরায় অভিযোজন ক্ষমতা বাড়াচ্ছে। রাবার ড্যাম রেগুলেটরের মাধ্যমে পানি সংরক্ষণ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত চরম আবহাওয়া ও খরার সময় কৃষিকাজ সহজ করছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান।

লক্ষ্যমাত্রা ২.ক

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে, বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশসমূহে কৃষি উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রামীণ অবকাঠামো, কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণ সেবা, প্রযুক্তি উন্নয়ন, উদ্ভিদ ও প্রাণিসম্পদের জিনভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতে বর্ধিত আন্তর্জাতিক সহযোগিতাসহ বিনিয়োগ বৃদ্ধি

গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদনে দেখা গেছে, গ্রামীণ অবকাঠামো কৃষি উপকরণ সহজলভ্য করে, কৃষি প্রযুক্তি দ্রুত হস্তান্তরে সহায়তা করে এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে সরকারের বিনিয়োগ অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ

সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ

এসডিজি-৩

লক্ষ্যমাত্রা ৩.৬

লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকারের অন্যতম দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা হিসেবে

এলজিইডি'র কার্যক্রম

মানুষের পরিপূর্ণ জীবনভোগের অন্যতম প্রধান বিষয় হলো ভালো স্বাস্থ্য। ভালো স্বাস্থ্য নিয়ে এসডিজি-৩-এ বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। বিশ্বে স্বাস্থ্যঝুঁকির অন্যতম প্রধান কারণ হলো সড়ক দুর্ঘটনা। সড়ক দুর্ঘটনা, ক্যান্সার ও হৃদরোগের পর মৃত্যুর তৃতীয় প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত। সড়ক দুর্ঘটনায় যত বেশি মানুষের মৃত্যু ঘটে তার চেয়ে অনেক বেশি মানুষ পঙ্গুত্ব নিয়ে অসহায় জীবন যাপন করে। সড়ক যেমন দারিদ্র্যমুক্তির পথ তেমনি দুর্ঘটনা প্রবণ সড়ক দারিদ্র্য ও বিপর্যয় সৃষ্টির পথ। পল্লি সড়কসমূহে দুর্ঘটনা রোধে এলজিইডি'র বিভিন্ন কার্যক্রম রয়েছে। এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ৩.৬ 'বিশ্বব্যাপী সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত ও আহতের সংখ্যা ২০২০ সালের মধ্যে অর্ধেকে নামিয়ে আনা' অর্জনে এলজিইডি'র বিভিন্ন কার্যক্রম রয়েছে।

বিশ্বব্যাপী সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত ও আহতের সংখ্যা ২০২০ সালের মধ্যে অর্ধেকে নামিয়ে আনা

এলজিইডি'র আওতাধীন সকল পাকা সড়কে ক্রমান্বয়ে সড়ক নিরাপত্তা কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

সড়ক দুর্ঘটনার তিনটি মূল কারণ হলো– সড়ক নিরাপত্তা প্রকৌশলগত সীমাবদ্ধতা, শিক্ষা ও সচেতনা এবং আইন প্রয়োগের অভাব। বিদ্যালয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিসহ কমিউনিটি সড়ক নিরাপত্তা উন্নয়নে এলজিইডি'র বিভিন্ন কার্যক্রম রয়েছে।

এসডিজি অভীষ্ট-৩ এলজিইডি'র কার্যক্রম

গুণগত শিক্ষা

সকলের জন্য আন্তর্ভূক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি

এসডিজি-৪

লক্ষ্যমাত্রা ৪.ক

লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকারের অন্যতম দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা হিসেবে

এলজিইডি'র কার্যক্রম

মানব উন্নয়নের জন্য চাই মানসম্মত শিক্ষা। বাংলাদেশে সর্বজনীন শিক্ষার হার শতকরা ৭২.৩ ভাগ। প্রত্যন্ত অঞ্চল, যেমন– পাহাড়ি এলাকা, হাওর, বিল ও চরাঞ্চলে এখনও শিক্ষার হার কম। আবার শিক্ষার মান বাড়ানোর চ্যালেঞ্জ সর্বত্র। শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করাসহ গুণগত শিক্ষাকে কেন্দ্র করেই এসডিজি-৪। এলজিইডি এই অভীষ্টের লক্ষ্যমাত্রা ৪.ক 'শিশু, প্রতিবন্ধিতা ও জেন্ডার সংবেদনশীল শিক্ষা সুবিধার নির্মাণ ও মনোন্নয়ন এবং সকলের জন্য নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকর শিক্ষা পরিবেশ প্রদান করা' নিয়ে কাজ করে। এলজিইডি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণে নিয়োজিত। পাশাপাশি এলজিইডি দেশব্যাপী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সংযোগ সড়কও নির্মাণ করে।

শিশু, প্রতিবন্ধিতা ও জেন্ডার সংবেদনশীল শিক্ষা সুবিধার নির্মাণ ও মনোন্নয়ন এবং সকলের জন্য নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকর শিক্ষা পরিবেশ প্রদান করা

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, পল্লি সড়ক যোগাযোগ তুলনামূলকভাবে শিক্ষার্থী-শিক্ষকের উপস্থিতি এবং শিক্ষার মান বাড়ায়।

দুর্গম এলাকায় অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা নিশ্চিত করতে পার্বত্য জেলাসমূহে আবাসিক বিদ্যালয় নির্মাণ করা হচ্ছে।

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়বিহীন দুর্গম গ্রামে ১৫০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ করা হয়েছে।

শিক্ষার মান উন্নয়ন ও নেতৃত্ব বিকাশে সারা দেশে প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (পিটিআই) অবকাঠামো উন্নয়ন করা হচ্ছে।

নদীভাঙন কবলিত এলাকায় এ ধরনের 'অস্থায়ী' বিদ্যালয় নির্মাণ করা হচ্ছে, যা সহজে স্থানান্তরযোগ্য।

জেন্ডার সমতা

জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন

এসডিজি অভীষ্ট-৫

লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকারের অন্যতম দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা হিসেবে

এলজিইডি'র কার্যক্রম

মানবসভ্যতার হাজার বছর পেরিয়ে গেলেও নারীর ক্ষমতায়নে পৃথিবী এখনও পিছিয়ে আছে। এসডিজি অভীষ্ট ৫.৫ হলো নারীর ক্ষমতায়ন। এলজিইডি এ অভীষ্টের লক্ষ্যমাত্রা ৫.৫ 'রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল পর্যায়ে নেতৃত্ব দানের জন্য নারীদের পূর্ণাঙ্গ ও কার্যকর অংশগ্রহণ ও সমান সুযোগ নিশ্চিত করা'-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত। এ লক্ষ্যমাত্রায় এলজিইডি'র কার্যক্রম হলো– পৌরসভাসমূহে টাউন লেভেল কোঅর্ডিনেশন কমিটি (টিএলসিসি) এবং পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিতে নারীদের পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণ এবং নারী নেতৃত্বের বিকাশ; দরিদ্র নারীর ক্ষমতায়নে নারীকেন্দ্রিক সংগঠন পরিচালনা এবং নারীদের জন্য উদ্যোগবান্ধব পরিবেশ তৈরিতে গ্রামীণ হাটবাজারে 'ওমেন কর্নার' চালুর মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণে সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা।

লক্ষ্যমাত্রা ৫.৫

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল পর্যায়ে নেতৃত্ব দানের জন্য নারীদের পূর্ণাঙ্গ ও কার্যকর অংশগ্রহণ ও সমান সুযোগ নিশ্চিত করা

দেশের তৃণমূল পর্যায়ের ১,১২৮টি পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির এক-তৃতীয়াংশ নারী। এদের মধ্যে অনেকে সভাপতি পদে দায়িত্ব পালন করছেন।

নগরের টাউন লেভেল কোঅর্ডিনেশন/সেক্রেটারি কমিটিতে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এলজিইডি'র অন্যতম সাফল্য।

নারী নেতৃত্ব বিকাশে এলজিইডি'র প্রকল্পগুলো নারীকেন্দ্রিক সংগঠন তৈরি করছে।

নারী-পুরুষদের সমকাজে সমমজুরি প্রদানের জন্য এলজিইডি'র নির্দেশনা ও উদ্যোগ রয়েছে।

গ্রামাঞ্চলে নারী কর্মীরা উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কঠিন কাজও করছে।

নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন

সকলের জন্য পানি ও স্যানিটেশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা

এসডিজি অভীষ্ট-৬

লক্ষ্যমাত্রা ৬.৪

লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকারের অন্যতম দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা হিসেবে

এলজিইডি'র কার্যক্রম

নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য এখনও বড় চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশ সুপেয় পানিপ্রাপ্তি ও স্যানিটেশনে বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর তুলনায় অনেক এগিয়ে আছে। স্থানীয় সরকার বিভাগের জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ওয়াসা, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভাসমূহ এসডিজি-৬-এর কয়েকটি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দায়িত্বপ্রাপ্ত।

এর পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী আরেকটি চ্যালেঞ্জ হলো কৃষিকাজে সেচের পানির টেকসই ব্যবহার। বাংলাদেশের সেচব্যবস্থা '৭০-এর দশক থেকেই ভূগর্ভস্থ পানি নির্ভর। ভূগর্ভস্থ পানির অতিরিক্ত উত্তোলন পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে। তাই এলজিইডি '৯০-এর দশক থেকে বাংলাদেশে ভূ-উপরিস্থিত পানি ব্যবহার করে সেচ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এসডিজি ৬.০-তে এ বিষয়কে আরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ৬.৪-এ '২০৩০ সালের মধ্যে পানি-সংকট সমস্যার সমাধানকল্পে সকল খাতে পানি-ব্যবহার দক্ষতার উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ও সুপেয় পানির টেকসই উত্তোলন ও সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং পানি সংকটের ভুক্তভোগী মানুষের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমিয়ে আনা'-এর সঙ্গে এলজিইডি সরাসরি সম্পৃক্ত।

এর পাশাপাশি লক্ষ্যমাত্রা ৬.৬-এ '২০২০ সালের মধ্যে পর্বত, অরণ্য, জলাভূমি, নদী, ভূগর্ভস্থ জলাধার (পানিস্তর) ও হ্রদসহ পানিসংশ্লিষ্ট বাস্তুতন্ত্রের সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবন' এ বিষয়ে জরুরি উদ্যোগ গ্রহণের জন্য নির্দেশনা রয়েছে। এলজিইডি'র হাওর অঞ্চলের দুটি প্রকল্প হাওর/বিলের জীববৈচিত্র্য রক্ষায় কাজ করছে।

২০৩০ সালের মধ্যে পানি-সংকট সমস্যার সমাধানকল্পে সকল খাতে পানি-ব্যবহার দক্ষতার উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ও সুপেয় পানির টেকসই উত্তোলন ও সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং পানি সংকটের ভুক্তভোগী মানুষের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমিয়ে আনা

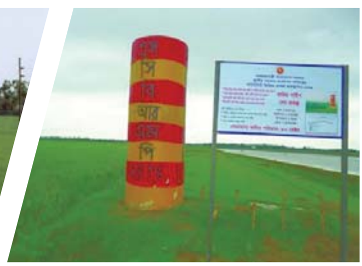

সেচের পানি কার্যকর ব্যবহারের জন্য সেচ নালাগুলো ক্রমশ পাকা করা হচ্ছে। ভূগর্ভস্থ পাইপে সেচের পানির সবচেয়ে কম অপচয় হয়। এলজিইডি'র বিভিন্ন প্রকল্প থেকে সেচকাজে ভূগর্ভস্থ পাইপ স্থাপন করা হয়েছে।

লক্ষ্যমাত্রা ৬.৫

২০৩০ সালের মধ্যে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আন্তঃসীমান্ত সহযোগিতার ব্যবহারসহ সকল পর্যায়ে সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার বাস্তবায়ন

এলজিইডি '৯০-এর দশক থেকে ভূ-উপরিস্থিত পানি ব্যবহার করে সেচ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। দেশব্যাপী ১,১২৮টি পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির মাধ্যমে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় এলজিইডি অবদান রাখছে।

লক্ষ্যমাত্রা ৬.৬

২০২০ সালের মধ্যে পর্বত, অরণ্য, জলাভূমি, নদী, ভূগর্ভস্থ জলাধার (পানিস্তর) ও হ্রদসহ পানিসংশ্লিষ্ট বাস্তুতন্ত্রের সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবন

দীর্ঘদিন ধরে হাওর ভরাট হয়ে জীববৈচিত্র্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এলজিইডি'র প্রকল্পের মাধ্যমে হাওরের খাল/বিল পুনঃখনন করা হচ্ছে।

লক্ষ্যমাত্রা ৬.খ

পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণকে সহায়তা প্রদান ও শক্তিশালী করা

সারা দেশে এলজিইডি'র উদ্যোগে ১,১২৮টি পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি কাজ করছে। এ সকল সমিতির দক্ষতা উন্নয়নে এলজিইডি'র সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা ইউনিট কাজ করছে

শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো

অভিঘাতসহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ, অন্তর্ভূক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রবর্ধন এবং উদ্ভাবনার প্রসারণ

লক্ষ্যমাত্রা ৯.১

এসডিজি অভীষ্ট-৯

লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকারের অন্যতম দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা হিসেবে

এলজিইডি'র কার্যক্রম

টেকসই সড়ক যোগাযোগ এবং শিল্প অবকাঠামো দারিদ্র্যমুক্তি, কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের পূর্বশর্ত। বাংলাদেশে প্রায় ১১ কোটি লোক গ্রামে বসবাস করে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে টেকসই গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলধারায় যুক্ত করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এসডিজি অভীষ্ট-৯-এর লক্ষ্যমাত্রা ৯.১.১-এর অগ্রগতির সূচক নির্ধারণ করা হয়েছে 'সকল মৌসুমে চলাচলের উপযোগী সড়কের ২ কিলোমিটারের মধ্যে বসবাসকারী গ্রামীণ জনসংখ্যার অনুপাত'। এ সূচককে রুরাল এক্সসেসিবিলিটি ইনডেক্স (RAI) বলা হয়।

গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্ক ব্যবস্থাপনা এলজিইডি'র অন্যতম মূল কাজ। এলজিইডি এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ৯.১ বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্যতম সংস্থা। বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বাংলাদেশের রুরাল এক্সসেসিবিলিটি ইনডেক্স (RAI) উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশের পল্লি সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়নশীল দেশগুলোর তুলনায় যথেষ্ট উন্নত।

সূচক ৯.১.১
সকল মৌসুমে চলাচলের উপযোগী সড়কের ২ কিলোমিটারের মধ্যে বসবাসকারী গ্রামীণ জনসংখ্যার অনুপাত

পল্লি সড়ক গ্রামের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকেও উন্নয়নের ধারায় সম্পৃক্ত করে।

সড়ক যোগাযোগের পূর্ণ সুফল ভোগের জন্য নিরাপদ সাশ্রয়ী গণপরিবহণ ব্যবস্থাও দরকার।

উপকূলীয় অঞ্চলের লোনা আবহাওয়ায় অবকাঠামো দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। তাই, এলজিইডি বাংলাদেশের লোনা আবহাওয়ার উপযোগী দীর্ঘস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদন করেছে।

বাংলাদেশ খাল, নদী ও চরের দেশ। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলকে যোগাযোগের আওতায় নিয়ে আসতে এলজিইডি'র সড়কসমূহে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ করা হচ্ছে।

দেশের পল্লি অর্থনীতি দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। এলজিইডি মধ্যম সারির দেশের উপযোগী পল্লি সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ করছে।

টেকসই নগর ও জনপদ

অন্তর্ভূক্তিমূলক, নিরাপদ, অভিঘাতসহনশীল এবং টেকসই নগর ও জনবসতি গড়ে তোলা

এসডিজি অভীষ্ট-১১

লক্ষ্যমাত্রা ১১.১

লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকারের অন্যতম দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা হিসেবে

এলজিইডি'র কার্যক্রম

পৃথিবীর নগরসমূহে জনগোষ্ঠী ক্রমশ বাড়ছে। বাংলাদেশে বর্তমানে এ জনসংখ্যা প্রায় ৫ কোটি। নগর হলো দেশের অর্থনীতির মূলকেন্দ্র। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নগরের অবদান প্রায় শতকরা ৬০ ভাগেরও বেশি। শতকরা ৮ ভাগ ভূমিতে দেশের ৩৩০টি ছোট/বড় নগরে মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩০ ভাগ নাগরিকের বসবাস। তাই নগর অর্থনীতির সঞ্চালন, জিডিপির প্রবাহ এবং ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধির জন্য পরিকল্পিত, সচল ও সজীব কর্মক্ষম নগর প্রয়োজন।

এসডিজি অভীষ্ট-১১-তে এ গতিশীল অর্থনৈতিক টেকসই সবুজ নগরী গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এর লক্ষ্য– বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ নাগরিক জনগোষ্ঠী যাতে কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং বিনোদনের সমান সুযোগ পায়; প্রতিবন্ধী, বৃদ্ধ, শিশুরাও যেন চলাচল, স্বাস্থ্য ও বিনোদনের সমান সুযোগ পায়।

এসডিজি অভীষ্ট-১১.০-এর অন্যতম প্রধান ফোকাস হলো কার্যকর, সবার জন্য সহজলভ্য গণপরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। সরকার এ উদ্দেশ্যে ঢাকায় ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (এমআরটি), বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) সিস্টেম বাস্তবায়নের কাজ করছে। এসডিজি অভীষ্ট-১১-এর সাথে সরকারের অনেক সংস্থা সম্পৃক্ত। এলজিইডি অন্যান্য সংস্থার পাশাপাশি লক্ষ্যমাত্রা ১১.১ '২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য পর্যাপ্ত, নিরাপদ ও মূল্যসাশ্রয়ী আবাসন এবং মৌলিক সুবিধায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা সহ বস্তির উন্নয়ন সাধন'; লক্ষ্যমাত্রা ১১.২ 'নিরাপদ, সাশ্রয়ী ও টেকসই পরিবহণ ব্যবস্থা'; লক্ষ্যমাত্রা ১১.৭ '২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য বিশেষ করে নারী, শিশু, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য নিরাপদ, অন্তর্ভূক্তিমূলক ও অবারিত (প্রবেশাধিকারযুক্ত), সবুজ ও উন্মুক্ত স্থানে সর্বজনীন প্রবেশাধিকার প্রদান করা' অর্জনে কাজ করছে।

২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য পর্যাপ্ত, নিরাপদ ও মূল্যসাশ্রয়ী আবাসন এবং মৌলিক সুবিধায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা সহ বস্তির উন্নয়ন সাধন

বস্তি এবং নগরীর দরিদ্র অঞ্চলের উন্নয়নে এলজিইডি'র প্রকল্পসমূহের বিভিন্ন কার্যক্রম রয়েছে।

লক্ষ্যমাত্রা ১১.২

অরক্ষিত পরিস্থিতির মধ্যে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী, নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও প্রবীণ মানুষের চাহিদার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে প্রধানত রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত যানবাহনের সম্প্রসারণ দ্বারা সড়ক নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নতিসাধনের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে নিরাপদ, সাশ্রয়ী, সুলভ ও টেকসই পরিবহণ ব্যবস্থায় সকলের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা

দেশের ছোট-বড় নগরগুলোতে কার্যকর গণপরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সড়ক সম্প্রসারণ ও বাস টার্মিনাল নির্মাণ করা হচ্ছে।

লক্ষ্যমাত্রা ১১.৭

২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য বিশেষ করে নারী, শিশু, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অবারিত (প্রবেশাধিকারযুক্ত), সবুজ ও উন্মুক্ত স্থানে সর্বজনীন প্রবেশাধিকার প্রদান করা

নগরগুলোতে পরিকল্পিত পার্কসহ 'পাবলিক প্লেস' তৈরি করা হচ্ছে। এলজিইডি'র প্রকল্পে এ পর্যন্ত ১২টি নগরে পাবলিক পার্ক নির্মাণ করা হয়েছে। দেশের সকল শহরে পার্ক নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

লক্ষ্যমাত্রা ১১.ক

জাতীয় ও আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনা জোরদার করে শহর, উপশহর ও গ্রামীণ এলাকাগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত ইতিবাচক সংযোগে সমর্থন দান

১২

পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন

পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদনধরণ নিশ্চিত করা

এসডিজি অভীষ্ট-১২

লক্ষ্যমাত্রা ১২.২

লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকারের অন্যতম দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা হিসেবে

এলজিইডি'র কার্যক্রম

প্রযুক্তির সহায়তায় পৃথিবীতে খাদ্য উৎপাদন বাড়ছে। এতে অনেক ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের খাদ্য উৎপাদনের উপযোগী পরিবেশ বিনষ্ট হচ্ছে। আবার, খাদ্য উৎপাদন বাড়ার সুফল সর্বক্ষেত্রে পাওয়া যাচ্ছে না। উৎপাদনের সঙ্গে বাজারের সংযোগ, সংরক্ষণব্যবস্থা না থাকায় খাদ্যের বিপুল অপচয়ও হচ্ছে। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এসডিজি অভীষ্ট-১২-এর ১২.২ লক্ষ্যমাত্রা '২০৩০ সালের মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদের দক্ষ ব্যবহার ও টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা' অর্জনে এলজিইডি'র কার্যক্রম রয়েছে। এলজিইডি'র বিভিন্ন প্রকল্পে হাওর, বিলের প্রতিবেশ সংরক্ষণ, খাল-বিল খনন করে মাছের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং দেশব্যাপী হাট-বাজার নির্মাণের মাধ্যমে উৎপাদকের সঙ্গে বাজারের সহজ সংযোগ স্থাপন করছে।

২০৩০ সালের মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদের দক্ষ ব্যবহার ও টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা

হবিগঞ্জের বাঁওড় বিল। হাওর অঞ্চলের বিলগুলোতে জীববৈচিত্র্য রক্ষায় এলজিইডি'র হাওর বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প এবং হাওর অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প কাজ করছে।

সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার বিল। এ ধরনের হাওরের ২৫০টি বিল পুনঃখনন করা হয়েছে এবং এর ফলে বিলগুলোতে যেখানে ৭৩টি প্রজাতি পাওয়া যেত সেখানে বর্তমানে ১২৯টি প্রজাতির মাছ পাওয়া যাচ্ছে। সংরক্ষণ করে ১০ প্রজাতির বিলুপ্তপ্রায় দেশীয় মাছ রক্ষা করা হয়েছে। এলজিইডি'র সুনামগঞ্জ কমিউনিটিভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্পটি ইফাদ ও ওয়ার্ল্ড ফিশ সেন্টার কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে।

লক্ষ্যমাত্রা ১২.৩

খুচরা বিক্রেতা ও ভোক্তা পর্যায়ে মাথাপিছু বৈশ্বিক খাদ্য অপচয়ের পরিমাণ ২০৩০ সালের মধ্যে অর্ধেকে নামিয়ে আনা এবং ফসল আহরণোত্তর লোকসান (অপচয়) সহ উৎপাদন ও সরবরাহ শৃঙ্খলের বিভিন্ন পর্যায়ে খাদ্যপণ্য বিনষ্ট হবার পরিমাণ কমানো

এলজিইডি সারাদেশে ৫৬২০টি হাট/বাজার নির্মাণ করেছে। পল্লি অর্থনীতির সঞ্চালন ছাড়াও বাজারগুলো খাদ্য অপচয় রোধে ভূমিকা রাখছে।

জলবায়ু কার্যক্রম

জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি কর্মব্যবস্থা গ্রহণ

এসডিজি অভীষ্ট-১৩

লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকারের অন্যতম দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা হিসেবে

এলজিইডি'র কার্যক্রম

জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ ক্রমশ পৃথিবীর কৃষি, অবকাঠামো, স্বাস্থ্যসহ অনেক সেক্টরের ঝুঁকি বৃদ্ধি করেছে। এ কারণে এসডিজি অভীষ্টের অন্যান্য অভীষ্টগুলোরও সফল বাস্তবায়ন এসডিজি অভীষ্ট-১৩-এর উপর নির্ভরশীল। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ক্রমশ জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনকে মূলধারায় নিয়ে আসা হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনে এলজিইডির কার্যক্রম রয়েছে।

উপকূলবর্তী এলাকায় সাইক্লোন শেল্টার দুর্যোগকালীন ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি অনেকাংশে হ্রাস করেছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অতিবৃষ্টিসহ বন্যার প্রকোপ বাড়ছে। তাই টেকসই সড়কবাঁধ নির্মাণে সড়কে বিন্না ঘাস লাগানো হচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনের জন্য ব্রিজ/কালভার্টের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি এবং ব্রিজ অ্যাপ্রোচ ও সড়কবাঁধে প্রতিরক্ষা কাজ করা হচ্ছে।

নদী, খাল খনন করে সচল পানি প্রবাহ তৈরি করা বন্যা এবং খরা উভয় ক্ষেত্রের জন্যই কার্যকর অভিযোজন। এলজিইডি'র ৬টি প্রকল্পে এ ধরনের কার্যক্রম রয়েছে।

হাওর অঞ্চলে ঢেউ 'আফাল' থেকে গ্রাম বাঁচানোর জন্য এলজিইডি'র প্রকল্পসমূহে গ্রাম প্রতিরক্ষা কাজ করা হচ্ছে।

টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (এসডিজি)

চ্যালেঞ্জ এবং অনুপ্রেরণা

এসডিজি বাস্তবায়ন একদিকে চ্যালেঞ্জ অন্যদিকে অনুপ্রেরণা।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনই ছিল একটি চ্যালেঞ্জ।

স্বাধীনতার পর খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ছিল একটি চ্যালেঞ্জ।

এমডিজি গোল অর্জনও ছিল একটি চ্যালেঞ্জ।

নব্বইয়ের দশক থেকে ধারাবাহিক জিডিপি প্রবৃদ্ধি ছিল একটি চ্যালেঞ্জ।

জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি মোকাবিলাও ছিল একটি চ্যালেঞ্জ।

বাংলাদেশ এ চ্যালেঞ্জও সফলভাবে মোকাবিলা করছে।

কাজেই, এসডিজি বাস্তবায়ন এখন আর চ্যালেঞ্জ নয়। এসডিজি বাস্তবায়ন এখন উন্নত দেশ, মানবিক দেশ গড়ার অনুপ্রেরণা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকারের সকল সংস্থা এসডিজি অর্জন এবং ভিশন-২০২১, ২০৪১ অর্জনে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে।

এলজিইডি এ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা।

প্রকাশনা © জুলাই ২০১৮
এসডিজি সেল, পরিকল্পনা ইউনিট, এলজিইডি সদর দপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা
ফোন : ০২ ৯১১৫৭২০, ইমেইল : plannning@lged.gov.bd